

সূর্য ঘোরে নাকি পৃথিবী? মাহফুজের উত্তরে

অভিজিৎ রায়

www.mukto-mona.com

বাংলা আমার পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক মাহফুজ কষ্ট করে আমার ‘[বিজ্ঞানময় কিতাব](#)’ লেখাটি পড়েছেন সেজন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি পৃথিবী ঘুরার ব্যাপারে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। আমি অধীর আগ্রহে তার প্রবন্ধের জন্য অপেক্ষা করছি। যদি তিনি কোরানের কোন আয়াত থেকে ‘পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে’ অথবা নিদেন পক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’ এই শব্দ ক’টি দেখাতে পারেন তা’হলেই হবে। আমি আমার লেখা বন্ধ করে দেব কথা দিচ্ছি, আর বন্ধ করে দেব আমার পরিচালিত ‘মুক্ত-মনা’ ওয়েব-সাইট টি। আমান উল্লাহও কিছু মতামত দিয়েছেন আমার ব্যাপারে। তার মতামতও আমি গুরুত্বের সাথেই নিচ্ছি। আমার যদি ভুল হয় আমি স্বীকার করে নেব।

আমার ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ নিবন্ধে কোরাণের দৃষ্টিতে যে পৃথিবী স্থির তার স্বপক্ষে বেশ কিছু আয়াত হাজির করেছিলাম। বলেছিলাম, কোরাণে বহু জায়গায় সরাসরি বলা আছে যে ‘পৃথিবী স্থির’ কিন্তু কোথাও বলা নাই যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে অথবা নিদেন পক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’। পৃথিবীর আরবী প্রতিশব্দ হল ‘আরদ’ আর ঘূর্ণন হচ্ছে ‘ফালাক’। কোরাণে কোন আয়াতে এই শব্দ দুটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় নি। মাহফুজ আমার বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করার জন্য কোরাণ থেকে সুরা ইয়াসিনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। আমি নীচে বাংলা তর্জমা সহ আয়াতটি পুনরুল্লেখ করলাম-

‘লাশ-শামছুইয়ামবাগী লাহা আন তুদরিকাল কামারা ওয়া লাল্লা ইলু সাবিকুল্লাহার; ওয়া কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবাহ্ন।’ (৩৬:৪০)

এর অর্থ -

‘সূর্যের এমন সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হবে অথবা রজনী দিবসকে অতিক্রম করবে এবং প্রত্যেকেই নভোমন্ডলের মধ্যে পরিভ্রমণ করছে।’

প্রিয় পাঠক বলুন তো, এই আয়াতের কোথায় আছে পৃথিবীর উল্লেখ? আমি তো আয়াতটিতে সূর্য আর চন্দ্র ছাড়া আর কোন নভোজাগতিক বস্তুর সন্ধান পেলাম না। অথচ মাহফুজ এখানে পৃথিবীর ঘূর্ণনের আলামত আবিষ্কার করেছেন। আবেগ আর

অন্ধ বিশ্বাসকে একটু মাথা থেকে সরিয়ে যুক্তিবাদী খোলা মন নিয়ে দেখা যাক, তার এই ‘পৃথিবী ঘূর্ণনের’ দাবী কতটুকু সঠিক। পাঠকেরা নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন যে উপরের আয়াতে ‘কুল্লুন’ বলে একটি আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় এর অর্থ প্রত্যেকেই, সকলেই, উভয়েই। দ্বি বচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উপরের আয়াতে চন্দ্র আর সূর্যের উল্লেখের পরই ‘কুল্লুন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই ‘ওয়া কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবাহুন’ এর অনুবাদ হিসেবে ব্যবহৃত ‘প্রত্যেকেই নভোমন্ডলের মধ্যে পরিক্রমণ করছে’ - এই বাক্যটিতে ‘প্রত্যেকে’ বলতে সূর্য আর চন্দ্রকেই বোঝান হয়েছে, অন্যকিছু নয়। বুকাইলী মোহে আপ্ত কিছু ব্যক্তি ইদানিং দাবী করছেন, ‘প্রত্যেকে’ বলতে নাকি এই আয়াতে পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণাকে বোঝান হয়েছে, কারণ মহাবিশ্বে সকল বস্তুকণাই গতিশীল। মাহফুজও একই সুরে কথা বলেছেন - ‘আধুনিক যুগে ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল কোরানের ঘোষণা ‘কুল্লুন ফি ফালাকিন ইয়াছবাহুন’ কে স্বীকার করে নিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, সৌরজগতের সব কিছুই ঘুরছে। গতিশীল। ভাল কথা; মহাবিশ্বে যে সকল বস্তু ই গতিশীল - এ ব্যাপারে তো আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু উপরের আয়াতটিতে কি সেই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে? প্রায় একই ধরনের একটি বাক্য নিয়ে একটু আলোচনা করলেই ব্যাপারটি পরিস্কার হবে। আসুন নীচের উদাহরণটি দেখিঃ

‘রহিম ও করিম গতকাল আমার বাসায় এসেছিল। তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল ছাত্র’।

উপরের এই বাক্যটির কথা ধরা যাক। এই বাক্যটিতে রহিম আর করিমের নামের পর ‘প্রত্যেকে’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই বুঝবে যে, ‘তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল ছাত্র’ - এই বাক্যটির মাধ্যমে এখানে শুধু রহিম আর করিমকেই বোঝান হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি দাবী করে বসেন যে, ‘তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল ছাত্র’ এই বাক্যটির মাধ্যমে আসলে সারা ক্লাশের রাম-শ্যাম-যদু-মধু-জামাল-কামাল-শফিক সবাইকেই ‘ভাল ছাত্র’ হিসেবে বোঝান হয়েছে, তবে তা কি সঠিক ব্যাখ্যা হবে? মোটেই নয়। রহিম করিমের বেলায় ‘বুকাইলী প্রেমিকেরা’ এই সাধারণ ব্যাপারটি যত সহজে বুঝতে পারছেন কোরাণের বেলায় কেন যেন তাদের মনোভাব হয়ে যাচ্ছে ঠিক ততটাই একগুঁয়ে। সূরা ইয়াসিনে বর্ণিত সূর্য আর চন্দ্রের পর ‘প্রত্যেকে’ শব্দটির মধ্যে তারা ইদানিং পৃথিবীকে তো খুঁজে পান ই, সময় সময় মহাকাশের যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্র, উপগ্রহ সব কিছুকেই এর মধ্যে ভরে দিতে চান। বিভ্রান্তি আর বিকৃত ব্যাখ্যা এড়াতে এ জন্য বহু অনুবাদক আয়াতটিতে ‘প্রত্যেকে’ শব্দটির বদলে ‘উভয়েই’ (each) ব্যবহার করেছেন। যেমন, আশরাফ আলী খানভী তার কোরাণ তফসীরে ‘কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবাহুন’- এর অনুবাদ করেছেন-‘এবং উভয়েই এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করিতেছে’। YUSUFALI অনুবাদ করেছেন এভাবে- "It is

not permitted to the Sun to catch up the Moon, nor can the Night outstrip the Day: Each (just) swims along in (its own) orbit.’ PICKTHAL সূর্য আর চন্দ্র বোঝাতে সরাসরি ‘they’ ব্যবহার করেছেন। তার ইংরেজী অনুবাদটি হল এরকম - “It is not for the sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. They float each in an orbit.’ বোঝাই যাচ্ছে, সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্য কিছুই এখানে বোঝান হয়নি। বলা বাহুল্য, ‘কুল্লুন’ শব্দটি শুধু সূরা ইয়াসিনেই নয়, ব্যবহৃত হয়েছে সূরা জোমর, সূরা আম্বিয়া, সূরা ফতের, সূরা রাদ, সূরা লোকমানেও। যেখানেই চন্দ্র, সূর্য, দিন, রাতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই ‘কুল্লুন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দিন রাত্রি তো কোন বস্তু নয়, তাই তাদের ঘূর্ণনের প্রশ্ন আসে না। দিন ও রাত্রি যে পৃথিবীর আফ্রিক গতির ফল- এই সহজ ব্যাপারটা সেসময় আরবদের জানা ছিল না। তারা সাদা চোখে সব সময়ই ভোর বেলা সূর্য উঠলে চারিদিক দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে দেখেছে, আর দেখেছে সূর্য ডুবলে রাত নেমে আসতে। আর রাত নামলেই শুধু চাঁদকে দেখতে পাওয়া যায়, দিনের আলোয় নয়। আর তাই সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে- ‘সূর্যের এমন সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হবে’ কারণ, সূর্য উঠলে চাঁদ যে হারিয়ে যায়, তা তো তারা জন্মের পর থেকেই দেখেছে! **ব্রাহ্ম বিশ্বাসে তারা ভেবেছে, দিন রাত বুঝি চন্দ্র-সূর্যেরই ঘূর্ণনের প্রতিফল। আর সেজন্যই কোরাণে সূর্য চন্দ্রের ঘূর্ণনের উল্লেখের পরই দিন রাতের উল্লেখ পাই। কিন্তু কোরাণের কোথাও ‘পৃথিবী’ শব্দটির পরে ‘ঘূর্ণন’ ব্যবহৃত হয়নি।** কারণ প্রাচীন আরবেরা তাদের চিন্তায় দিন আর রাত্রির পরিক্রমণের সাথে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে সংযুক্ত ই করতে পারেন নি। আমি এ প্রসঙ্গে অন্য আরেকটি সূরা (২১:৩৩) মাহফুজের নজরে আনতে চাই সেখানেও ‘কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবালুন’ এই শব্দমালা ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ঠিক এক ই ঘটনার প্রতিফলন দেখি - সূর্য ও চন্দ্রের কথাই এখানে সোজাসুজি বলা আছে, পৃথিবীর উল্লেখ নেই। মাহফুজের কাছে উক্ত আয়াতটি পর্যবেক্ষনের অনুরোধ রইল।

মাহফুজ সাহেব ৪০ নং আয়াতে কুল্লুন শব্দটির মধ্যে জোড় করে পৃথিবীকে ভরে দিয়ে ঘোরাতে চেয়েছেন। আখচ তার আগেই ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ কিন্তু পরিস্কার করেই বলেছেন, ‘ওয়া আঈয়াতুন লাহুমুল আরদুল মাইতাত’ অর্থাৎ ‘এই মৃত পৃথিবীও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন’। আমরা সবাই জানি মৃত বস্তু নড়াচড়া করে না, চলাফেরা করে না - শান্ত, সমাহিত, স্থির। তারপরও মাহফুজ সাহেব যদি কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিষয়ে পাঠকদের confuse করতে চান, তবে আমি তাকে সূরা নমল (২৭:৬১) পড়তে অনুরোধ করছি -

In Sura An-Naml (27:61) it is stated clearly:

Is not He (best) **Who made the earth a fixed abode**, and placed rivers in the folds thereof, and placed firm hills therein, and hath set a barrier between the two seas? Is there any Allah beside Allah? Nay, but most of them know not! [Marmaduke Pickthal]

পৃথিবীর স্থিরতার পক্ষে আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে **Sura Al-Rum (30:25), Sura Fatir (35:41), Sura Luqman (31:10), Sura Al-Baqara (2:22), Sura An-Nahl (16:15)** থেকে। মাহফুজ সাহেবের সুরা ইয়াসিনে উল্লিখিত ‘কুল্লুন’ শব্দের মধ্যে পৃথিবীকে জোড় করে টেনে এনে ঘোরাবার চেষ্টার সাথে উপরোক্ত আয়াতগুলো সঙ্গতিপ্রকাশ করে কি?

আমার এই লেখাটি কাউকে অযথা আঘাত করবার জন্য নয়, শ্রেফ সত্যের অন্বেষণেই লেখা। আমার লেখায় যদি কোন ভুল থেকে থাকে তবে তা নিরসনের আহ্বান রইল। আর আমানকে বলছি, আমি মুহম্মদ সম্বন্ধে যে কথাগুলো তখন লিখেছিলাম, তা রেফারেন্স উল্লেখ করেই লিখেছি। কাউকে অযথা ছোট বা বড় করবার জন্য নয়। আপনি অযথা রবীন্দ্রনাথের প্রসংগ নিয়ে এসেছিলেন - বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথও বাল্য-বিবাহ করেছিলেন। অবশ্যই। রবীন্দ্রনাথেরও অনেক দ্বি-চারিতা ছিল। যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার লেখায় লিখেছিলেন, ‘যৌবনারম্ভ হইবামাত্রই অপোত্যোৎপাদন স্ত্রী-পুরুষ ও সন্তানের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর’ অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই ২২ বছর বয়সে ১০ বছর বয়সী একটি বালিকার পাণি-গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে এরকম আদর্শগত অসততার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ আরও দিয়েছেন; এর মধ্যে একটি হল নিজের মেয়ের গৌরীদান। এ থেকে কি প্রমাণিত হয়? প্রমানিত হয় রবীন্দ্রনাথ কোন দেবতা ছিলেন না, ছিলেন রক্ত-মাংসের মানুষ, তার জীবনেও অজস্র ভুল-ত্রুটি ছিল। আপনি যে মুহূর্তে মুহম্মদকে রবি ঠাকুরের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন, ঠিক সে মাত্রই কিন্তু আপনিও পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিলেন যে, মুহম্মদের সব কিছুই অনুকরণীয় আদর্শ নয়, অন্ততঃ এ যুগের প্রেক্ষাপটে তো বটেই। মুহম্মদও নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য অনেক নৃশংসতা করেছিলেন, অনেক অমানবিক কাজ করেছিলেন। কারণ উনিও কোন ‘প্রেরিত পুরুষ’ ছিলেন না, ছিলেন রক্তমাংসের মানুষ। এ সত্যের উপলব্ধিকুই যথেষ্ট।

আমান বা মাহফুজ কারো উপরেই আমার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। আমার লেখাকে ‘ব্যক্তিগত’ ভাবে না গ্রহণ করলেই আমি বাধিত হব। আমি আবারো বলছি সত্যের অন্বেষণেই আমার লেখা। আমি পূর্বর্তী একটি লেখায় দেখিয়েছিলাম যে, রাম বলে কোন রাজা ছিলেন কিনা তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। রামায়ন সম্পূর্ণভাবেই

বাল্মীকির সকপোলকল্পিত মহাকাব্য। মহাকাব্য তো ইতিহাস নয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে, ১৬ শতকের আগে এ দেশে রাম মন্দির বা রাম পূজোর প্রচলন ছিল না। গোড়া থেকেই মন্দিরওয়ালারা মিথ্যা ও জালিয়াতির প্রয়োগে আজকের অযোধ্যা নামক সমস্যাটির জন্ম দিয়েছেন। আর রাম মন্দির যদি থেকেও থাকে তবে বাবর ১৫২৬ সালে দেশ দখল করেই ১৫২৮ সালে দিল্লীতে মন্দির না ভেঙ্গে অযোধ্যায় কেন ভাংগলেন - এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমার প্রবন্ধটি প্রকাশের পর এক হিন্দু ভদ্রলোক আমাকে ই-মেইল করে বললেন, আমি 'হিন্দু হয়ে' কেন এসব (হিন্দুদের বিরুদ্ধে) লিখছি। তার কাছেও আমার বিনীত উত্তর ছিল যে, স্নেহ সত্যের অন্বেষণেই আমার এই লেখা।

আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

অভিজিৎ।

Thursday, October 02, 2003